[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মুজিবনগর দিবসে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

গত ১৩ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪ এপ্রিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক আতাউল গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে একটি পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কর্মসূচিতে মুক্তি যোদ্ধার মন্ত্রণালয়, জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষে৷ পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, অন্যান্য দপ্তর সুবিধাজনক সময়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

তিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর তোরণ নির্মাণের দায়িত্বে থাকবেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের সুতিকাগার প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই এপ্রিল এই মুজিবনগরে।

এই সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানি হানাদার

বাহিনীকে পরাজিত করা হয়।

এর পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে জন সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কিন্তু মেহেরপুর সহ সারা দেশে করোনা আতঙ্কে অন্যান্য কর্মসূচি বাতিল ঘোষনা করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়।

মেপ্র/এমএফআর

রমনার বটমূলে পরের বার আমরা দ্বিগুণ হব

রমনার অশ্বত্থমূলে সেই ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানট আয়োজন করে আসছে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। বাংলা নতুন বছরের প্রথম সূর্যের আলো ফোটার ক্ষণটিতে সমবেত কণ্ঠে শিল্পীরা প্রতিবছর গেয়ে ওঠেন আবাহনী গান। শুরুতে আয়োজনটা ছোটই ছিল। ষাটের দশকে তোলা রমনা বটমূলের বর্ষবরণের আয়োজনের সাদাকালো ছবিতে দেখা যাচ্ছে কুড়িজনের মতো শিল্পী, সনজীদা খাতুনের হাতে হারমোনিয়াম, কিন্তু দর্শকশ্রোতার সংখ্যা কম নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন ধাবিত হচ্ছে স্বাধিকার আন্দোলনের স্রোতোরেখা ধরে স্বাধীনতার মোহনায়। মানুষ তাই প্রাণের টানে ছুটে যেত রমনায়।

স্বাধীনতার পর পয়লা বৈশাখ পেল সাধারণ ছুটির দিনের মর্যাদা। ধীরে ধীরে বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উৎসবের দিন। আর সারা দেশে হাজার হাজার আয়োজন। ঘরে ঘরে রান্না হচ্ছে বিশেষ খাবার। ধনী–গরিব সবার পরনে সাধ্যমতো নতুন পোশাক; শাড়ি কিংবা পাঞ্জাবি। নদীর ধারে গ্রাম্য মেলা থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের করপোরেট আয়োজন। হালখাতা, লোকসংগীত থেকে শুরু করে কনসার্ট।

হাজারো কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণের আয়োজনই প্রধান আকর্ষণ। একবারই শুধু আয়োজিত হয়নি এই বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। ১৯৭১-এ। তারপর, এমনকি ২০০১ সালে জঙ্গিবোমায় মানুষের মৃত্যুও কোনো বছর ছেদ ঘটাতে পারেনি রমনার বর্ষবরণ আয়োজনে।

এবার রমনার অশ্বত্থতলা বিরান। কোনো আয়োজন নেই। মানুষের পদস্পর্শশূন্য উদ্যানের ঘাসগুলো বাড়ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বটের মূলে নদীর কূলে সোনার বাংলার আঁচল বিছানো আছে, সেই ছায়া আছে, মায়া আছে, শুধু মানুষ নেই। ১৪২৭–এর নববর্ষের প্রথম প্রহরে রমনা পড়ে আছে ধু ধু, সুনসান।

একাত্তরে একটা গান আমাদের বুকে ভরসা জোগাত:
আবার জমবে মেলা বটতলা হাট খোলা
অঘ্রানে নবান্নে উৎসবে
সোনার বাংলা ভরে উঠবে সোনায়
বিশ্ব অবাক চেয়ে রবে।।

মানুষ নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে। আবারও আমরা মুখর হব নবান্নের উৎসবে, নববর্ষ বরণে, স্বাধীনতা দিবসে। ছায়ানটের ৫৩তম বর্ষবরণের আয়োজন রমনার বটমূলে মানুষের উপস্থিতিতে হতে পারল না। ৫৪তম বর্ষে এসে আমরা দ্বিগুণ হব। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে করোনায় একদিনে প্রাণ গেল আরও ৫ জনের, নতুন শনাক্ত ১৮২

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ১৮২ জন।

দেশে করোনায় একদিনে শনাক্তের এই সংখ্যা সর্বোচ্চ।

এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃত্যু হলো ৩৯ জনের। আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮০৩ জনে।

এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে নতুন করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও ৩ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪২ জন।

সোমবার বেলা আড়াইটার পর অনলাইনে লাইভ ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী।

ধারণা করা হচ্ছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে তিনি দেশবাসীকে আশস্ত করার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে করণীয় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা দিবেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা থেকে মুক্তি পেতে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন: প্রধানমন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে ঘরে বসে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া ও মোনাজাত করতে দেশবাসীর প্রতি

আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোববার বরিশাল ও খুলনা বিভাগের জেলাগুলোর জেলা প্রশাসক ও জেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাস সবার জন্যই একটি বিপদ। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ঝালকাঠি জেলার একটি মসজিদের খতিব যুক্ত হন।

এ সময় খতিব বলেন, ‘সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ঝালকাঠির সব মসজিদে জুমার নামাজ ১০ জন পড়েছেন। ওয়াক্তিয়া নামাজেও পাঁচজনের বেশি মুসল্লি রাখা হচ্ছে না। শবে বরাতের নামাজ বাসায় আদায় করেছেন সবাই। আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মহান আল্লাহর দরবারে করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করছি। সবাই দেশবাসী ও পৃথিবীর সবার জন্য দোয়া করছেন।’

ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভিডিওতে খতিবের এ বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনাতেও কারফিউ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস থেকে আমরা রক্ষা পাই, দেশ ও সমগ্র জাতি যাতে মুক্তি পায় এজন্য ঘরে বসেই সবারই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যাতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।’

প্রসঙ্গত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে এ পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৬২১ জন। আক্রান্তদের মধ্যে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩৯ জন।.

সূত্র-যুগান্তর

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী শনাক্ত

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্তের সংখ্যা গতকালের চেয়ে আজ রোববার বেড়েছে। মৃত্যুও বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় একদিনে সর্বোচ্চ ১৩৯ জন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী বলে শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ৪ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬২১। আর মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৩৪।

গতকাল শনিবার আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৫৮, মৃত্যু হয় ৩ জনের।

আজ রোববার রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইডিসিআর) পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান। এ সময় মোট নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে ১ হাজার ৩৪০ জনের।

আজ ৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছে। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯ জনে।

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন

মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

কর্মস্থলে অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়েছে সরকার

মাঠ পর্যায়ের কর্মস্থলে অনুপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনারের কাছে এই তালিকা চাওয়া হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনাররা তালিকা পাঠাতে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে যারা কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন তাদেরই নাম তালিকাভুক্ত হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দেশে ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি শুরু হয়েছে। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি চলবে। সাধারণ ছুটির মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ কর্মস্থলেই উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তারপরও অনেকেই কর্মস্থলে উপস্থিত নেই। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা বিতরণের সময় ট্যাগ অফিসার পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়।

এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। তিনি শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে বলেন,

করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে করোনার বিস্তাররোধে সহায়তার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত নেই বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা চেয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এদের নাম পাঠানোর জন্য ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে ৯ এপ্রিল পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়-‘উপজেলা পর্যায়ের ট্যাগ অফিসারদের ইউনিয়নভিত্তিক সংযুক্ত করে তাদের কাজে লাগাতে হবে। যারা কর্মস্থলে উপস্থিত নেই তাদের তালিকা পাঠাতে হবে। একইভাবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপজেলাভিত্তিক দায়িত্ব দিয়ে সামগ্রিক বিষয়টি সমন্বয় ও মনিটরিংয়ের কাজ করতে হবে। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত নেই তাদের নামের তালিকা পাঠাতে হবে।

করোনার কারণে প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে সরকার। পাশাপাশি দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সার্বক্ষণিক তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২২ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।’

এরপরও ছুটি পাওয়া হাজার হাজার মানুষ কর্মস্থল ছেড়ে গ্রামের বাড়ি যান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৫ মার্চ থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

একাধিক ডিসি ও ইউএনওর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ দফতরের কর্মকর্তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রাণ বিতরণের সময় সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া যায় না। কাউকে দায়িত্ব দেয়া হলে পিপিই, গাড়ি ছাড়া কেউই যেতে চায় না। অনেককে তো কর্মস্থলেই পাওয়া যাচ্ছে

না।

ঢাকা বিভাগের একজন ডিসি নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, ‘পুলিশ, সিভিল সার্জন, সেনা প্রতিনিধি ছাড়া কাউকে মাঠে পাচ্ছি না। ত্রাণ তৎপরতার সময় ট্যাগ অফিসরদেরও পাওয়া যাচ্ছে না।’

বরিশাল বিভাগের একটি উপজেলার ইউএনও যুগান্তরের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কাজের সময় সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে কাক্সিক্ষত সাড়া পাচ্ছি না। যাকেই বলি তাকে পিপিই ও গাড়ি দিতে হবে। নইলে তারা কাজে যাবে না। এখন আমি ডাক্তারদের পিপিই দিতে পারি না, তাদের দেব কী করে? লকডাউন করা বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন দিতে বলায় ইলেকট্রিশিয়ান পিপিই চায়। বিদ্যুতের খুঁটিতে লাইন দিতে কেন পিপিই লাগবে? এই হল মাঠের অবস্থা।

সূত্র-যুগান্তর